যুগান্তর

তারিখ ... 18 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

# শিক্ষা দিবস পালিত

যুগান্তর রিপোর্ট

যথাযোগ্য মর্যাদায় শনিবার ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন মানববন্ধন, আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এছাড়া হাইকোর্ট মোড়ে শিক্ষাচত্বরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে অমর শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত, একমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবি জানান। পাশাপাশি শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধের আহ্বান জানান।

সকাল ১০টায় ঢাকা মহানগরের স্কুল-কলেজের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি), জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট এ কর্মসূচি আয়োজন করে।

পরে ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, অধ্যক্ষ নুরুন নবী সিদ্দিকীসহ অন্য শিক্ষক নেতারা বক্তৃতা করেন। শিক্ষা দিবসের ওপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সভার সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সভাপতি মো. আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) মহসিন রেজা, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি হাবিবুর রহমান, ইউসেপ স্কুলের শিক্ষার্থী শম্পা, পলিটেকনিক স্কুলের রুমাসহ অন্যরা।

এর আগে সকালে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ, ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো শিক্ষা চত্বরে শহীদ ও আন্দোলনের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ছাত্র ইউনিয়ন বিকালে পল্টনে মুক্তি ভবনে আলোচনা সভা আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লাকি আক্তার। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জিএম জিলানী শুভ। শিক্ষাবিদ এএ রাশেদাসহ অন্যরা এতে বক্তৃতা করেন। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরামও দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, ৫৪ বছর আগে ১৯৬২ সালের এইদিনে পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন ওয়াজিউল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাবুলসহ নাম না জানা অনেকে। তাদের স্মরণে এই দিনকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।